218764 - ক্রতোর সম্পদ হারাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বওে বক্রিি করা

প্রশ্ন

ইন্টারনটেে বচোবক্রিরি ব্যবসা সংক্রান্ত: Amazon Kindle একটি আমরেকিান ওয়বেসাইট। অর্থাৎ এতে কাফররো আছ। আমি এ ওয়বেসাইটে একটি বই বক্রিি করতে চাই। যারা ওয়বেসাইটরে মাধ্যমে ক্রয় করে তারা ক্রডেটি কার্ড দয়িে কংিবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্রয় কর। যখন কোন ক্রতো সুদি ক্রডেটি কার্ড ব্যবহার করে কংিবা অন্য কোন হারাম পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয় করবে আমার উপরে কি সটোর গুনাহ আসব? এ ক্ষত্রে কি আমার গুনাহ হব? কারণ আমি জানি না, ক্রতো কি হালাল উপায়ে কনিব; নাকি হারাম উপায়? উল্লখ্যে, আমি কোন হারাম বই বক্রিি করব না (আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই)। ক্রতোর সম্পদ যদি হারাম হয়, সে যদি নটেরে মাধ্যমে আমার বইটি কনিে এবং আমি সে সম্পদরে মালকি হই—এতে করে কি আমার গুনাহ হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ইতপিূর্বে কয়কেটি ফতোয়ায় ক্রডেটি কার্ড ব্যবহাররে বধিান, কোন কোন ধরণরে ক্রডেটি কার্ড জায়যে, কোন ধরণরে ক্রডেটি কার্ড জায়যে নয়— সসেব বর্ণনা করা হয়ছে।

এবং ইতপিূর্বে এ বষিয়ও আলোচতি হয়ছে য, ক্রতো ক্রডেটি কার্ড ব্যবহার করে মূল্য পরশিোধ করলে বক্রিতোর জন্য সটো গ্রহণ করা জায়যে; যমেনটি আজকাল অনকে ব্যবসায়কি প্রতষ্ঠিানইে চালু আছ। কারণ বক্রিতো কোন হারাম লনেদনে করনেনি; শুধু তার পাওনাটা গ্রহণ করছ।

আপনার প্রশ্নরে অংশ বশিষে: "ক্রতোর সম্পদ যদি হারাম হয়, সে যদি নটেরে মাধ্যমে আমার বইটি কনিে এবং আমি সে সম্পদরে মালকি হই—এতে করে কি আমার গুনাহ হব?"

জবাব: আপনার বক্রিি সঠকি। আপনার কোন গুনাহ হবে না। কনেনা বক্রিতোর উপর আবশ্যক নয় য, ক্রতোকে তার সম্পদরে উৎস সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা কংিবা এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কারণ প্রত্যকে ব্যক্তরি কাছে যে সম্পদ আছে সটোর মূল বধিান হচ্ছ—সটো তার সম্পদ; যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বপিরীত কোন প্রমাণ প্রতষ্ঠিতি হয়।

কোন মানুষ যদি হারাম পন্থায় কিছু সম্পদ অর্জন করে এর কারণে তার সাথে আর্থিক লেনদেন নিষিদ্ধ নয়। কারণ ইহুদীরা সুদি কারবার করা সত্ত্বেও মুসলমানরো তাদের সাথে লেনদেন করত।

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ মুশরিকদের ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে লেনদেন করতেন; এটা জানা সত্ত্বেও যে, তারা সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকে না।"[জামউল উলুম ওয়াল হিকাম (পৃষ্ঠা-১৭৯)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: "মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের হাতে যে সব সম্পদ রয়েছে, যার ব্যাপারে প্রমাণের ভিত্তিতে কিংবা আলামতের ভিত্তিতে জানা যায় না যে, এগুলো আত্মসাৎকৃত সম্পদ কিংবা নাজায়েয পদ্ধতিতে হস্তগত সম্পদ—কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের সাথে সে সব সম্পদে লেনদেন করা জায়েয। ইমামদের মাঝে এ নিয়ে আমি কোন মতভেদ জানি না।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৩২৭)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।